নবম অধ্যায় ঃ মহিলাদের যিয়ারত

যিয়ারত ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মহিলাদের মাযারে গমন করা জায়েয

দলীল ও প্রমাণঃ

১নং দলীল ঃ মিশকাত শরীফে "যিয়ারাতুল কুবুর" অধ্যায়ে একটি হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ اَلَا فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ (مُسْلِمٌ)

অর্থাৎ- "ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে (বিশেষ কারনে) বারন করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো- কেননা, ইহা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়"। (মিশকাত)

উক্ত হাদীসে হুযুর (দঃ) কবর যিয়ারতের পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা রহিত করে কবর যিয়ারতের জন্য নতুন করে অনুমতি প্রদান করেছেন। সুতরাং, হাদীস শরীফের প্রথম অংশ হচ্ছে নিষেধাজ্ঞামূলক এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারসূচক। প্রথম অংশে যিয়ারত নিষেধ করেছিলেন এবং শেষাংশে যিযয়ারতের অনুমতি প্রদান করেন। আরবীতে প্রথম অংশকে অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞামূলক অংশকে বলা হয় মানখুছ এবং দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় নাছেখ বা রদকারী। এমতাবস্থায়- নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের উপরই- অর্থাৎ কবর যিয়ারতের অনুমতির উপরই কিয়ামত পর্যন্ত আমল করতে হবে। এতে কেউ বাধা দিতে পারবেনা। উক্ত হাদীসে যেকোন স্থানে গিয়ে কবর যিয়ারত করার অনুমতিও প্রদান করা হয়েছে। যেমন- আজমীর শরীফ, বাগদাদ শরীফ, সিলেট, পাকিস্তানের দাতা গঞ্জেবখ্শ সাহেবের মাযার- ইত্যাদি- সর্বত্রই সফরের অনুমতি সহ যিয়ারতের বিধান দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু, উপরোক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী নারী-পুরুষ সকলের জন্যই কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কেননা, হাদীসে 'কুম' (كُمْ) সর্বনামটি নারী-পুরুষ সকলের জন্যই প্রযোজ্য (আইনী)

সংশয় দূরীকরন ঃ

"কোন বাতিলপন্থী প্রশ্ন করতে পারে যে, অন্য একটি হাদীসে তো যিয়ারত

www.sunnibarta.com

কারিনী মহিলাদের উপর নবী করিম (দঃ) লানত করেছেন। সুতরাং, কবর যিয়ারতের অনুমতি কেবল পুরুষদের বেলায় প্রযোজ্য হবে। কিন্তু মহিলাদের বেলায় নাজায়েয হবে"। যেমন- হাদীসে এসেছে-

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ

অর্থাৎ-"নবী করিম (দঃ) অধিক যিয়ারতকারিনীদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন"।

উক্ত প্রশ্নের প্রথম উত্তর হলো- (১) যদি মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত নিষিদ্ধই হতো এবং লানতের কারণ হতো, তাহলে নবী করিম (দঃ)-এর ইনতিকালের পর কি করে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সুদূর মদিনা মুনাওয়ারা হতে ৫০০ কিলোমিটার রাস্তা সফর করে মক্কা মুয়াযযামায় এসে তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারত করতেন? (২) হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (রাঃ) কি করে প্রতি শুক্রবারে মদিনা শরীফ থেকে তিন মাইল দুরে ওহুদের ময়দানে গিয়ে হযরত হামযা (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারত করতেন? এতেই প্রমানিত হয় যে, লানত সকল মহিলাদের ক্ষেত্রে নয়- বরং যারা শরীয়তের বহির্ভূত-বেপর্দা ও বেগানা পুরুষের সাথে যিয়ারত করতে যায় অথবা কবরে গিয়ে শরীয়ত বিরোধী মাতম করে, অথবা সেখানে ইজ্জত আবরু নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে, অথবা ঘনঘন অধিকহারে যিয়ারত করতে যায়, কেবল তাদের বেলায়ই লা'নতের কারণ হবে। ইহাই হাদীস বিশারদগণের সঠিক ব্যাখ্যা। এভাবে উভয় হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব। (আল বাছায়েরও গাউসুল ইবাদ)

দ্বিতীয় দলীল ঃ 'সিরাজুল ওহহাজ নামক ফেকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ لِلْاِعْتِبَارِ وَالتَّرَحُّمِ وَالتَّبَرُّكِ بِزِيَارَةِ الصَّالِحِيْنَ مِنْ غَيْرِ مَا يُخَالِفُ الشَّرْعُ فَلَابَأْسَ بِهِ اِذَاكُنَّ عَجَائِزَ وَكُرِهَ لِلشَّابَّاتِ كَحُضُوْرِهِنَّ فِى الْمَسَاجِدِ لِلْجَمَاعَاتِ الْخَمْسَةِ- وَحَاصِلُهُ اَنَّ مَحَلَّ الرُّخْصَةِ لَهُنَّ اِذَا كَانَتِ الزِّيَارَةُ عَلٰى وَجْهٍ لَيْسَ فِيْهِ فِتْنَةٌ- وَالْاَصَحُّ اَنَّ الرُّخْصَةَ ثَابِتَةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِاَنَّ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَزُوْرُ قَبْرَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ

www.sunnibarta.com

جُمُعَةٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَزُوْرُ قَبْرَ اَخِيْهَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِمَكَّةَ ذَكَرَهُ بَدْرُ الدِّيْنِ الْعَيْنِيُّ فِيْ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ-

অর্থাৎ- "সিরাজুল ওহহাজ গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ বুযুর্গানেদ্বীনের মাযার যিয়ারতের মাধ্যমে বরকত লাভ করা, কবরবাসীর প্রতি দয়া প্রর্দশন, কিংবা কবর যিয়ারতের মাধ্যমে পরকালের জীবনের বিষয়ে উপদেশ গ্রহণার্থে গমন এবং শরীয়ত পরিপন্থী কিছু না করার শর্তে বৃদ্ধ মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারতের জন্য গমন করা জায়েয। যুবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে জায়েয, তবে মাকরুহ। যেমন- পাঞ্জেগানা নামাযের জামাতে মসজিদে গমনের বেলায় বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে বিনা মাক্রূতেই জায়েয। কিন্তু যুবতীদের বেলায় মাক্রূহ। মূল কথা হলো- কোন প্রকার ফিতনার আশংকা না থাকলে মহিলাদের জন্যও কবর যিয়ারতে গমন করা বৈধ। অধিক সহি রেওয়ায়েত অনুযায়ী পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা সাধারণভাবে বৈধ। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহিলাকুল শিরোমনি হযরত ফাতিমা (রাঃ) প্রতি জুমার দিনে হযরত হামযা (রাঃ)-এর মাযার শরীফ যিয়ারত করতে যেতেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) মক্কায় অবস্থিত তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মক্কায় সফর করতেন। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) শরহে বুখারী গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।" (সিরাজুল ওহহাজ)

বুঝা গেলো- বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই কেবল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে। সাধারণভাবে মহিলাদের যিয়ারতের ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাবের সবচেয়ে বিজ্ঞ হাদীসবেত্তা ও হাদীস বিশারদ ইমাম আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ)-এর উক্ত ব্যাখ্যার উপর আর কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না। আলহামদু লিল্লাহ! উক্ত ফায়সালা অনুযায়ীই যুগ যুগান্তর হতে মহিলাগণ সন্তানাদির জন্য দোয়া ও বরকত লাভের জন্য এবং পরকাল স্মরণ করার উদ্দেশ্যে মাযার সমূহে যিয়ারতের জন্য গমন করে থাকেন। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। নিয়ত পরিমাণেই বরকত হয়। যুগ যুগ ধরে এ ব্যবস্থার উপরই আমল করা হচ্ছে এবং এই প্রথা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে- ইন্শা আল্লাহ। আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞাতা। মহিলাদের বেলায় শরীয়তের বিধি বিধান মেনেই যিয়ারতে যেতে হবে। শরীয়ত ভঙ্গ করে কবর কেন- অন্য কোথাও যাওয়ার অনুমতি নেই।

= o =

www.sunnibarta.com